ISSN : 2320-9275

উদ্দালক

UDDALAK

(অষ্টাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : জানুয়ারি - জুন, ২০২৪)

A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Academic Journal

প্রধান সম্পাদক

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল

যুগ্ম সম্পাদক

ড. অনুপ বিশ্বাস ও ড. সৌরভ দাস

UDDALAK (Vol. 18 Issue I)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Academic Journal
Edited by Dr. Santosh Kumar Mandal (Chief Editor),
Dr. Anup Biswas & Dr. Sourav Das (Joint editors)

© Publisher

Published by
Uddalak Publishing House
15, Shyamacharan Dey Street, 1st Floor, Kolkata-700073

Printed by
Nabaloke Press
Nerode Behari Mullick Road, Kolkata-700006
Published : May, 2024

Price: 400/-

UDDALAK
(Vol. 18 Issue I)

ADVISORY BOARD

1. **Prof. (Dr.) Pabitra Sarkar,** Former Vice-Chancellor, Rabindra Bharati University

2. **Prof. (Dr.) Tapadhir Bhattacharya,** Former Vice-Chancellor, Assam University

3. **Prof. (Dr.) Mita Banerjee,** Former Vice-Chancellor, WBUTTEPA & Kanyashree University

4. **Prof. (Dr.) Pranab Krishna Chanda,** Former Registrar, Baba Saheb Ambedkar Education University

5. **Prof. (Dr.) Rita Sinha,** Former Professor & Dean (Education, Journalism & Library Science), University of Calcutta

6. **Prof. (Dr.) Ravindranath Bhattacharya,** Professor & Dean of the Arts Faculty, University of Calcutta

7. **Prof. (Dr.) Debi Prasanna Mukhopadhyay,** Former Professor of Vinaya Bhavana, Visva-Bharati

8. **Prof. (Dr.) Pulin Das,** Former Professor in Bengali, University of North Bengal

9. **Prof. (Dr.) Krishnajyoti Goswami,** Faculty of Medicine, Lincoln University, Malaysia

10. **Prof. (Dr.) Taposh Kumar Biswas,** Professor in Education IER, University of Dhaka, Bangladesh

11. **Prof. (Dr.) Sumana Das Sur,** Professor in Bengali, Rabindra Bharati University

UDDALAK
(Vol. 18 Issue I)

REVIEW COMMITTEE

1. **Dr. Bishnupada Nanda,** Professor in Education, Jadavpur University, Kolkata

2. **Dr. Dipak Midya,** Professor of Anthropology, Vidyasagar University

3. **Dr. Kakali Dhara Mondal,** Professor in Folklore & Director in Centre for women's Studies,University of Kalyani. President, Centre for Folklore Studies and Research, University of Kalyani, Nadia

4. **Dr. Momenur Rasul,** Professor in Bengali, University of Dhaka, Bangladesh

5. **Dr. Saber Ahmed Chowdhury,** Chairman, Department of Peace and Conflict Studies, University of Dhaka, Bangladesh

6. **Dr. Ayantika Ghosh,** Principal, Naba Ballygunge Mahavidyalaya

7. **Dr. Chandana Rani Biswas,** Associate Professor in Sanskrit, University of Dhaka, Bangladesh

8. **Dr. Sabyasachi Chatterjee,** Associate Professor of History, University of Kalyani, Nadia

9. **Dr. Sidhartha Sankar Laha,** Associate Professor of Lifelong Learning & Extension, University of North Bengal

10. **Dr. Nita Mitra,** Associate Professor in Geography, Siliguri B.Ed. College, Siliguri

11. **Dr. Abhijit Guha,** Associate Professor in Education, Ramakrishna Mission Shikshana Mandira

সূচিপত্র

অঙ্কুশ দাস	বীরভূমের নগরী গ্রাম : ইতিহাসে ও নাট্যচর্চায়	১১
অদ্রিজা ভট্টাচার্য	'গোরা' এবং 'Things Fall Apart' : উপনিবেশিত দেশ, আত্মপরিচয় এবং জাতি পরিচয়ের সংকট ও উত্তরণ	২১
অনসূয়া কুণ্ডু	প্রাদেশিক সাহিত্য ভাবনায় অমৃতের সন্ধান : বনফুল ও তাঁর সৃষ্টি 'ভুবন সোম'	৩৩
অনিমা রায়	পরিবেশ ও তার স্বতঃমূল্যর ধারণা প্রসঙ্গে কিছু দার্শনিক বিতর্ক ও তার সমাধানের প্রচেষ্টা	৪৩
অনির্বাণ হাজরা	ধর্মীয় বহুত্ববাদ? আদি মধ্যকালীনবাংলার শিলালৈখিক পর্যালোচনা	৫৩
অর্পণ রায়	অনিল ঘড়াই-এর ছোটগল্পে প্রান্তীয় জনজীবন	৬৩
অর্পিতা দেবনাথ	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নায়কের একাকীত্ব (নির্বাচিত)	৭০
ইতি সরকার	সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটগল্পে ভিন্ন রূপে নারী	৭৮
ড. ঋতব্রত বসুমল্লিক	চৈতন্য সমকালীন বৈষ্ণব পদে চৈতন্য প্রভাব : গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ	৯০
করম চাঁদ মান্ডি	ডাইনি : সাঁওতাল সমাজের একটি অন্ধবিশ্বাস	১০৯
কিঙ্কর মণ্ডল	অনিল ঘড়াইয়ের 'বনবাসী' : বনপ্রেম ও অন্ত্যজ জীবনের অন্দরমহল	১১৭
কিশোরী মণ্ডল	রবীন্দ্রজীবনে বৌদ্ধযুগ ও দর্শনের প্রভাব	১২৭
খাদিজা খাতুন	মোজাম্মেল হকের কথাসাহিত্যে নারী ভাবনার পরিচয়	১৩৭
গোলক সরকার	নদীয়া জেলার পদ্মাপুরাণ গানের স্বরূপ বিচার	১৪৬
গৌরাঙ্গ সাহা	অতীত ও বর্তমান সময়ের তারাপীঠ	১৫৬
চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী	শম্ভু মিত্রের অভিনয় ভাবনা : কণ্ঠ থেকে অনুভূতি	১৬১
ড. চাঁদমালা খাতুন	'মরণ্যা চরের ইতিকথা' উপন্যাস : চরকেন্দ্রিক মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও সংগ্রাম	১৭৩
জহিরুল রহমান মণ্ডল	ঋত্বিক কুমার ঘটকের নাট্যচর্চা : জীবন ও মননের সমন্বয়	১৮২
ড. তনুকা চৌধুরী	মঙ্গলকাব্যে সূফী সাধনার প্রভাব	১৯১
তন্বী দাস	বাণী বসুর উপন্যাসে রূপানুরাগ : 'মৈত্রেয় জাতক' ও শ্বেত পাথরের থালা'	২০৫

ড. সঞ্জয়চন্দ্র দাস	রবীন্দ্রনাথের কৌতুকধর্মী নাটিকায় হাস্যরস ও সমাজচিত্র: একটি পর্যালোচনা	৫৭৬
সরস্বতী মুরমু	দুই নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর : অহনা বিশ্বাসের নির্বাচিত রচনা	৫৮৫
সিদ্ধার্থ ঘোষ	শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ : গ্রাম বাস্তবতা ও একাকীত্বের যন্ত্রণা	৫৯৩
সুদীপ্ত মণ্ডল	ঔপনিবেশিক বর্ধমান জেলায় বাউরি জাতির অবস্থান	৫৯৯
ড. সুদীপ্ত সাধুখাঁ	বঙ্গীয় সমাজে বৈষ্ণব মতাদর্শের ক্রমবিস্তার ও প্রভাব : একটি সাম্প্রতিক ভাবনা	৬১১
সুদেব বিশ্বাস	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবেরের বিষয় আশয়' : ব্যক্তির অন্তর্লীন একাকিত্ব	৬১৮
সুমন ভৌমিক	ঔপনিবেশিক বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খেলা : শির-গিজো বা দাড়িয়াবান্ধা	৬২৮
সৈকত মিত্র	ভারতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের আন্দোলন : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা	৬৩৬
সোনাই চ্যাটার্জী	বাঁকুড়া জেলার প্রবাদে স্থাননাম চর্চা : ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোকে	৬৪৫
সোনালী রায়	নৈষধচরিত মহাকাব্যে প্রস্ফুটিত বঙ্গীয় আচার-অনুষ্ঠান : একটি পর্যালোচনা	৬৫২
মোরশেদুল আলম	নির্বাচিত তিনটি ছোটোগল্প : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	৬৬১
মাহমুদা আক্তার	বঙ্গবন্ধুর দাম্পত্যজীবন : প্রেক্ষিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী	৬৭২

UDDALAK
ISSN : 2320-9275

রবীন্দ্রনাথের কৌতুকধর্মী নাটিকায় হাস্যরস ও সমাজচিত্র : একটি পর্যালোচনা

ড. সঞ্জয়চন্দ্র দাস

বাংলা বিভাগ, পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি

সংক্ষিপ্ত সার : বিশ্বজুড়ে হাস্যরসাত্মক সাহিত্য এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাট্য-সাহিত্যেও প্রচুর হাস্যরসের উপাদান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সম্ভারেও যথাযথ হাস্যরসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। তবে লক্ষণীয় বিষয়— রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের যে হাস্যরস, তা নিছক হাস্যরসের সীমিত সীমায় আবদ্ধ না থেকে বরং সমাজ-জীবনের আরও বৃহত্তর মূল্যবোধের আবেদনকে প্রতীয়মান করে তোলে। আলোচ্য গবেষণা পত্রে আমরা কবির নাট্য-সম্ভার থেকে শুধু 'হাস্যকৌতুক' গ্রন্থের অন্তর্গত নির্বাচিত কিছু নাটিকা গ্রহণ করেছি। যেমন— 'ছাত্রের পরীক্ষা', 'পেটে ও পিঠে', 'অভ্যর্থনা', 'ভাব ও অভাব', 'রোগীর বন্ধু', 'একান্নবর্তী' ইত্যাদি। উক্ত নাটিকাগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাস্যরসের বিচিত্র ভাব ও বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। কৌতুকরস এই নাটিকাগুলিতে সিংহভাগ অধিকার করে থাকলেও অন্যান্য হাস্যরসের উপাদানও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে, পাশাপাশি সমকালীন সমাজ-জীবনের নানা চিত্র বর্তমান পত্রে গুরুত্ব সহকারে উঠে এসেছে।

বীজশব্দ : রবীন্দ্রনাথ, নাট্য-সাহিত্য, হাস্যকৌতুক, হাস্যরস, সমাজচিত্র।

ভূমিকা : সমগ্র বিশ্বজুড়ে হাস্যরসাত্মক সাহিত্য এক সমৃদ্ধশালী আসনে অধিষ্ঠিত। মানুষের অন্যান্য প্রবৃত্তির মতো হাসিও একটা সহজাত প্রবৃত্তি— যা আদিম, চিরশাশ্বত ও সাধারণ, এবং এর উৎপত্তি মানুষের মনে আর এর অভিব্যক্তি মানুষের দেহে।[১] মানুষের মনে যখন আনন্দ জাগে, তখনই হাসির অভিব্যক্তি ঘটে তার মুখমণ্ডলে। ভারতীয় আলংকারিকেরা মূলত স্থায়ী ভাব থেকে বিভাব, অনুভাবের সংস্পর্শে সাহিত্য জগতে যে নয়টি রসের কথা উল্লেখ করেছেন,[২] হাস্যরস এর মধ্যে অন্যতম। সমালোচক বলেছেন— "সাহিত্যের

শ্রেণিবিচারে হাসি ও কান্না, এই বিভাজন বড় মোটা দাগের। সাহিত্য হল জীবন। জীবন দুটি বৃন্তে প্রস্ফুটিত হয়— এক বৃন্তে আছে আনন্দ, উচ্ছ্বাস, হাসি চপলতা। আর অপর বৃন্তে দুঃখ, বঞ্চনা, বিচ্ছেদ, মৃত্যু।"[৩] সুতরাং এক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিত অ্যারিস্টটলের সাহিত্যতত্ত্ব— 'ট্র্যাজেডি' ও 'কমেডি'র কথা মনে আসা স্বাভাবিক। সাহিত্যজগতের নাট্যশাখায় বহু প্রাচীনকাল থেকে হাস্যরসের উপাদান লক্ষ করা যায়; প্রাচীন গ্রিক নাটক ও প্রাচ্যের সংস্কৃত নাটকেও হাস্যরস খুঁজে পাওয়া যায়। সাহিত্য জগতের অন্যান্য শাখার মতো নাটকেও হাস্যরসের উপাদান যথেষ্ট।

বাঙালি আবেগ-প্রবণ জাতি বলে তাঁদের সাহিত্যে হাস্যরসের তুলনায় করুণ রসেরই প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। আবার যেটুকু হাস্যরস প্রকাশ পেয়েছে তাও মূলত বাঙালি জাতির স্বভাব ও বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে— "নদীমাতৃক এই বাংলাদেশ। এখানকার মানুষের মন পলিমাটির মতন নরম আর নদীর তরঙ্গের মতো সদাচঞ্চল। এই চাঞ্চল্যের উপর ভর করেই গড়ে ওঠে হাস্যরসের দোদুল-ইমারত।"[৪] রবীন্দ্রনাথের নাট্য সাহিত্যের হাস্যরসও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে লক্ষণীয় বিষয়— রবীন্দ্র-নাট্য সাহিত্যে যে হাস্যরস, তার অন্তরালে কিন্তু বাংলার সমাজ-জীবনের চিত্রও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের যে হাস্যরস তা নিছক হাস্যরসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং সমাজ-জীবনের আরও বৃহত্তর মূল্যবোধের আবেদনকে প্রতীয়মান করে তোলে। আমাদের আলোচ্য বিষয় কবির 'হাস্যকৌতুক' নামক কৌতুকধর্মী নাট্য সংকলনের কিছু নির্বাচিত নাটিকা। যেখানে কৌতুক-রস ছাড়াও অন্যান্য হাস্যরসের উপাদান ও সমাজচিত্রের নানা প্রসঙ্গ ফুটে উঠেছে। সুতরাং অনালোকিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচিত নাটিকাগুলি পর্যালোচনা করাই আমাদের আলোচ্য গবেষণা পত্রের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বিশ্লেষণ: প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের উপাদান খুঁজে পাওয়া গেলেও সমালোচক বলেছেন— "তাহা (হাস্যরস) ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতার পাকে উদগত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই মিলিয়া গিয়াছে।"[৫] সেই তুলনায় আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে আমরা বিশুদ্ধ হাস্যরসের সন্ধান পাই। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্যের বিশুদ্ধ হাস্যরসের প্রথম পথ প্রদর্শক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও একথা স্বীকার করেছেন।[৬] আবার হাস্যরসের শৈল্পিক ও মার্জিত রুচিকে গ্রহণ করে "দূর বিস্তারী ছায়া ফেললেন রবীন্দ্রনাথ।"[৭]

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ হাসি সম্বন্ধে দুটি মতবাদ দাঁড় করিয়েছেন— নিকৃষ্টতাবাদ (Theory of Degradation) এবং অসঙ্গতিবাদ (Theory of Incobgruity)।[৮] আবার, Humour (করুণ হাস্যরস), Wit (বৈদগ্ধপূর্ণ হাস্যরস), Satire (ব্যঙ্গরস) এবং Fun (কৌতুকরস)— পাশ্চাত্যের এই চারটি হাস্যরসও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এই চারটি হাস্যরসের বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। তবে— "রবীন্দ্রনাথের নাটক ও প্রহসনে হাস্যরসের ধারা উচ্ছ্বসিত বেগে প্রবাহিত হইয়াছে এবং সাহিত্যের নানা বিভাগের মধ্যে এই নাটক ও প্রহসনের বিভাগে হাস্যরস সর্বাপেক্ষা বেশি বিস্তৃত ও প্রবলতা লাভ করিয়াছে।"[৯] সমালোচকের মন্তব্যটি যথার্থ।

আলোচ্য গবেষণা পত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সম্ভার থেকে শুধু 'হাস্যকৌতুক' গ্রন্থের অন্তর্গত দু-একটা নাটিকা গ্রহণ করে হাস্যরসের বিচিত্র ভাব ও বিষয়বস্তু উপস্থাপনের চেষ্টা করব; পাশাপাশি সমকালীন সমাজ-চিত্রের নানা দিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। কবির কৌতুকনাট্যের উৎস, পটভূমি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিখ্যাত সমালোচক বলেছেন—"নাট্য রচনায় সংলাপের মধ্য দিয়া কৌতুকরসের সৃষ্টি প্রকৃতির-প্রতিশোধে কিঞ্চিত দেখা গিয়াছিল।... পরের বছরেই 'ভারতি ও বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ছোট ছোট কৌতুক-নাট্য লিখিতে লাগিলেন। পরে এগুলি 'হাস্যকৌতুক' নামে সঙ্কলিত (১৩১৪) হয়।"[১০] এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌতুক-নাটিকাগুলি সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"য়ুরোপে শারাড্ (Charade)— নামক এক প্রকার নাট্য-খেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি ('হাস্যকৌতুক') লেখা হয়।"[১১] তবে এ সম্পর্কে সমালোচক বলতে চেয়েছেন যে য়ুরোপীয় শারাডের হেঁয়ালির সঙ্গে এই নাট্যগুলির সাদৃশ্য খুব কম এবং এর প্রকৃত সাহিত্যমূল্য হলো কৌতুকের।[১২] জনৈক সমালোচকও বলেছেন— "একমাত্র 'আর্য ও অনার্য' নামক রচনাটিকে বাদ দিলে হাস্য কৌতুকের সব রচনাগুলিই শুদ্ধমাত্র কৌতুকরসকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে।"[১৩] তবে এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কৌতুকরস এই নাট্যগুলিতে সিংহভাগ অধিকার করে থাকলেও হাস্যরসের অন্যান্য শাখা, যেমন—নির্মল হাস্যরস, বৈদগ্ধপূর্ণ হাস্যরস, ব্যঙ্গরস ইত্যাদিও দু-এক জায়গায় খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আবার হাস্যরসের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবিও উঠে এসেছে। তাই অল্প বয়েসীদের পাশাপাশি প্রাপ্ত বয়স্করাও হাস্যরসের উপাদান

এতে খুঁজে পাবেন এবং সমাজ-বাস্তবতার নানা চিত্র অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

কৌতুকরস, ইংরাজিতে যাকে বলে Fun, এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন— "যেখানে মানুষের স্বাভাবিক স্ফূর্তিপ্রবণতা বা আমোদপ্রিয়তা কোন সূক্ষ্মতর কলা-কৌশলের বা গভীর জীবনানুভূতির নিয়ন্ত্রণাধীন না হইয়া উদ্ভট অবস্থা ও অতিরঞ্জিত চরিত্র কল্পনার সহায়তা আমাদের হাসির উপলক্ষ সৃষ্টি করে সেখানে কৌতুকরসেরই প্রাধান্য।... কৌতুকময় হাস্যরসের মধ্যে উদ্ভট ও অস্বাভাবিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ থাকে। যাহা সহজেই মনকে ধাক্কা দিয়া সচকিত ও আমোদিত করিয়া তোলে তাহাই এই হাস্যরসের প্রাণ।"[১৪] এই নিছক হাস্যকৌতুকের সফল রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের 'ছাত্রের পরীক্ষা' নাটিকায়। এখানে দেখতে পাই— অভিভাবক তাঁর ছেলে মধুসূদনকে পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করেছেন কালাচাঁদ মাস্টারকে। কিন্তু মাস্টারমশাই অত্যন্ত নির্মম। ছেলের পড়া-শোনা কেমন হচ্ছে তা জানার জন্য একদিন অভিভাবক নিজেই ছেলের পরীক্ষা নিতে এলেন। এদিকে নির্মম মাস্টারের প্রতি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মধুসূদন অভিভাবকের সমস্ত প্রশ্নের উদ্ভট উত্তর দিতে থাকে। উদাহরণ— "অভিভাবক।। উদ্ভিদ্ কাকে বলে বল দেখি। মধুসূদন।। যা মাটি ফুঁড়ে ওঠে। অভিভাবক।। একটা উদাহরণ দে। মধুসূদন।। কেঁচো !"[১৫] এমন আরও উদাহরণ রয়েছে। এই নাটিকায় নিছক কৌতুক-রসের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজের মাস্টারমশাইদের অহেতুক কড়া শাসনের ইঙ্গিত পাই, যা রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না। তাই এক্ষেত্রে নির্মম মাস্টারের প্রতি কিছুটা ব্যঙ্গরসের সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মধুসূদনের উদ্ভট উত্তরগুলি শুনে মাস্টারমশাই যখন সরোষে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন— "লক্ষ্মীছাড়া, মেরে তোমার পিঠ লাল করব, তবে তুমি সিধে হবে।"[১৬] তখন মাস্টারের প্রতি মধুসূদনের উক্তি— "আজ্ঞে, মারের চোটে খুব সিধে জিনিসও বেঁকে যায়।"[১৭] ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস ও সমাজচিত্রের অদ্ভুত মিশ্রণে এখানে অনবদ্য শিল্পচেতনার সৃষ্টি করেছে।

কৌতুকরসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'পেটে ও পিঠে' নাটিকাটি। সাত বছরের বালক বনমালীকে পনেরো বছরের বালক তিনকড়ি নানা উদ্ভট কথায় ভুলিয়ে তার সমস্ত সন্দেশ খেয়ে আবার তারই পিঠে চপেটাঘাত করে তাকে শেখায় "পেটে খেলে পিঠে সয়।"[১৮] বনমালী যখন সরোদনে চিৎকার করে বলে "না ন্না ন্না।"[১৯] তখন তিনকড়ির উক্তি— "তবে এই স্থির হল কারও বা পেটে সমস্তই

সয়, কারও বা পিঠে কিছুই সয় না। যেমন আমি আর তুমি।"[২০] আবার উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা দোষের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সেদিন তিনকড়ি অতিরিক্ত পরিমাণে পৌষপার্বণের পিঠে খেয়ে এবং পরিহাসের ছলে দিদিমার হাতে কিল খেয়ে (সম্ভবত তিনকড়ির দোষের কথা বনমালীর বাড়ির সকলে জ্ঞাত হয়।) পরের দিন সে পেটের অসুখে শয্যাগত হয়। তখন মনমালীকে ডেকে তিনকড়ি পেটে খেলে পিঠে সয় কথাটার পরিবর্তে বলে— "পিঠে খেলে পেটে সয় না।"[২১] এখানে সরস কৌতুকের পাশাপাশি সরল ও অসহায় বনমালীর প্রতি পাঠকের সহানুভূতির উদ্রেক করে নির্মল হাস্যরসের ইঙ্গিত দিয়ে যায়। অন্যদিকে, বাংলার লোক-জীবনের সমাজচিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নানা ধরনের পিঠে, সন্দেস ইত্যাদি বাংলার লোক-জীবনের মিষ্টান্ন-সংস্কৃতিকে আজও বহন করে চলছে। পৌষপার্বণ বাংলার লোক-উৎসবের অন্তর্গত একটি অন্যতম লোক-সংস্কৃতি।

'অভ্যার্থনা' নাটিকায় দেখি চতুর্ভুজবাবু এম. এ. পাস করে গ্রামে ফিরেছে। সঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করা মোটাসোটা কাবুলি বিড়াল। চতুর্ভুজের প্রবল আগ্রহ তার এম. এ. পাস করার গর্বের কথা সবাই জিজ্ঞাসা করুক, কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা যখন সেই প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ এড়িয়ে শুধু কাবুলি বিড়ালের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে, এমনকি তার মাও যখন বিড়ালকে দুধভাত খাইয়ে আনার কথা বলেন, তখন গর্বান্ধতায়, রাগে, অভিমানে, অপমানবোধে সে বলে— "আমি চললেম— তোমাদের দেশে বেড়ালেরই আদর, এখানে গুণবাণের আদর নেই।"[২২] এখানে উদ্ভট হাস্যরসের মাধ্যমে তৎকালীন গ্রাম্য-সমাজের মানসিকতা এবং বিদ্যার অহংকারে অন্ধ চতুর্ভুজের প্রতি খানিকটা ব্যঙ্গরস চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

'ভাব ও অভাব' নাটিকায় শীলকালীন এক শরতের সন্ধ্যায় শাল গায়ে দেওয়া একজন অবস্থাসম্পন্ন কল্পনা জগতের কবি (কুঞ্জবিহারীবাবু) ও কাজের সন্ধানে আসা কঠোর বাস্তব জগতের একজন হতদরিদ্র, ক্ষুধার্ত, রোগগ্রস্ত, গায়ে বস্ত্রহীন বেচারা (বশম্বদবাবু)— এই দুই বিপরীত চরিত্রের কথোপকথনের মধ্যে বাস্তব-জীবনাভিজ্ঞতা ও অন্যদিকে কল্পনা জগতের অপূর্ব অনুভূতি কৌতুকরসের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। কবির উক্তিতে কল্পনা জগতের উত্তেজনা যত বাড়ে এবং তার সৌন্দর্যানুভূতির কথা দরিদ্র বেচারার কাছে যতই ব্যক্ত করতে চায়, গরম-বস্ত্রহীন দরিদ্র বেচারর গায়ে ঠাণ্ডা লেগে সর্দিজনিত কাশি, হাঁচি ততই বেড়ে ওঠে— "কুঞ্জবিহারী।। বা— শরৎকালের কী মাধুরী ! বশম্বদ।। তা

ঠিক কথা। কিন্তু কিছু ঠাণ্ডা। কুঞ্জবিহারী।। (গায়ে শাল টানিয়া) কিছুমাত্র ঠাণ্ডা নয়। বশম্বদ।। না, ঠাণ্ডা নয়। (হিহিহি কম্পন) কুঞ্জবিহারী।। বা বা বা— দেখে চক্ষু জুড়োয়। খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘগুলি নীল আকাশ-সরোবরে রাজহংসের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে, আর মাঝখানে চাঁদ যেন— বশম্বদ।। (গুরুতর কাশি) খক্ খক্ খক্ খক্ ! ... কুঞ্জবিহারী।। (ঠেলা দিয়া) শুনছেন বশম্বদবাবু— মাঝখানে চাঁদ যেন— বশম্বদ।। রসুন একটু— খক্ খক্ খন্ খন্ ঘড়্ ঘড়্ ! কুঞ্জবিহারী।। (চটিয়া গিয়া) আপনি অত্যন্ত বদলোক।..."[২৩] শেষ পর্যন্ত কবিকুঞ্জবিহারী বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়ে নির্দয়ভাবে দরিদ্র বশম্বদকে কাজ দেওয়ার বদলে তার বাগান থেকে বের করে দেয়। এতে একদিকে যেমন ভণ্ড কবির প্রতি Satire ফুটে উঠেছে, অন্যদিকে দরিদ্র বেচারার প্রতি করুণ সমবেদনার মধ্য দিয়ে Humour-এর বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পরিমাণে ফুটে উঠেছে। তথাকথিত এমন ভণ্ড কবি ও নিরীহ মানুষের দৃষ্টান্ত সমাজের বুকে অমূলক নয়।

আবার 'রোগীর বন্ধু' নাটিকায় একজন লোক (দুঃখীরাম) এক রোগীকে(বৈদ্যনাথ) অহেতুক ভয় পাইয়ে ক্রমশ তার রোগ বাড়িয়ে দেয়। কৌতুকের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত রোগীর ভয় চরম অবস্থায় পৌঁছায় এবং সে মূর্ছা যায়। এখানে কৌতুকরস যতই সার্থকতা লাভ করুক না কেন, নাটিকার Climax-এ গিয়ে রোগীর প্রতি পাঠক তথা দর্শকের সহানুভূতি ও বেদনাবোধ জাগে এবং অগোচরে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়ে, তাতে Humour-এর বৈশিষ্ট্য খুবই স্পষ্ট। দুঃখীরামের মতো সমাজের বুকে এমন অনেক লোক আছে যারা অন্যকে ভয় দেখিয়ে একটা বিকৃত আনন্দ উপভোগ করে। নাটিকার সমাপ্তিতে যখন বৈদ্যনাথ মূর্ছা যায়, সেই চরম অবস্থায়ও দুঃখীরাম রোগগ্রস্ত বৈদ্যনাথকে সাহায্য করেনি বরং সেই মুহূর্তে তাকে একটা গান করতে শোনা যায়— "মনে করো শেষের সে দিন ভয়ংকর"[২৪] কৌতুকরসের পাশাপাশি একটা ব্যঙ্গরসও এই নাটিকায় বর্তমান। নাটিকার নামকরণের মধ্যে সেই ব্যঙ্গ স্পষ্ট।

'একান্নবর্তী' নাটিকায় একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা সমন্ধে একটি সভায় বক্তৃতা দেওয়ার প্রসঙ্গে যখন কানাইয়ের প্রতি দৌলতচন্দ্র বলেছে— "স্বার্থত্যাগের একমাত্র উপায় একান্নবর্তী পরিবার। যেখানে পরের অর্থেই জীবন নির্বাহ হয় সেখানে স্বার্থের কোনো প্রয়োজন হয় না। খবরের কাগজে আমার বক্তৃতা খুব রটে গেছে—তারা সকলেই বলেছে দুঃখের বিষয় দৌলতবাবুর পরিবারে কেউ নেই, তিনি একলা।"[২৫] তখন দেখা গেল দৌলতবাবুর অর্থের উপর ভরসা করে তার পরিবারে একান্নবর্তী হওয়ার জন্য যত আত্মীয়-অনাত্মীয়

একে একে উপস্থিত হয়েছে এবং তাদের ভিড় ও অদ্ভুত আচরণের মাধ্যমে কৌতুক রসের সৃষ্টি হয়েছে। তারপর যখন নিতাই দৌলতচন্দ্রকে বলে— "গৃহ পূর্ণ হয়েছে।"[২৬] তখন দৌলতচন্দ্র বলে— "গ্রহ পূর্ণ হয়েছে বলো—"[২৭] এখানে গ্রহ অর্থে দৌলতের গ্রহদোষের কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে এবং চমৎকার Wit-এর সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি সমাজের সুবিধেবাদী মানুষের চিত্র এখানে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, যা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত দপ্তর'-এর 'মনুষ্যফল' ও 'বসন্তের কোকিল' রচনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এছাড়া 'সূক্ষ্মবিচার', 'আশ্রম পীড়া', 'অন্ত্যেষ্টি সৎকার', 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' প্রভৃতি নাটিকায় কৌতুকরস অন্যান্য হাস্যরসের পাশাপাশি সমাজ-জীবনের নানা চিত্র লক্ষ করা যায়। তবে কৌতুকরসের নাটিকাগুলির মধ্যে 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'কেই সমালোচকেরা সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক বলেছেন— " 'হাস্যকৌতুক'-এর মধ্যে 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'টি সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। ইহার মধ্যে ঘটনার গতিতে বেশ একটু নাটকীয়ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের কৌতুক একমুখী হইয়া পরিণামে একটি চরম অবস্থা বা Climax-এর সৃষ্টি করিয়াছে এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা আমোদজনক কৌতুহল অক্ষুণ্ণ আছে।"[২৮] আবার কৌতুকরস পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমাজ-জীবনের, বিশেষ করে নব্য-হিন্দু আন্দোলনের প্রতিও[২৯] রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিত রূঢ় ও স্পষ্ট ব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে কিছু নাটিকায়। যেমন— 'আর্য-অনার্য', 'সূক্ষ্মবিচার', 'গুরুবাক্য' প্রভৃতি।[৩০] এভাবে 'হাস্যকৌতুক'-এর বিভিন্ন রচনায় হাস্যরসের বিচিত্র দিক আমরা লক্ষ করি, যা সমকালীন সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে এক শিল্প-মর্যাদা লাভ করেছে।

উপসংহার: আমাদের গবেষণা পত্রের ভূমিকাংশে আলোচ্য গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। যেখানে সাহিত্যতত্ত্বে হাস্যরসের বিষয়বস্তু, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের অবস্থান ও রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক' সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। তারপর সাহিত্যিক পর্যালোচনা অংশে রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক' সম্পর্কে পূর্ববর্তী সমালোচকদের অবস্থান ও বর্তমান আলোচনার অভিনবত্ব সম্পর্কে অবগত করানো হয়েছে। তারপর গবেষণা পত্রের পদ্ধতিগত বিষয়টি তুলে ধরেছি এবং বিশ্লেষণের গভীরে প্রবেশ আমরা মূল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করেছি। অবশেষে উপসংহারে এসে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে 'হাস্যকৌতুক'-এ শুধু কৌতুকরসেই নয়, অন্যান্য হাস্যরসের উপাদানও

খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া হাস্যরসের অন্তরালে সমাজ-জীবনের চিত্রও বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, যা শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে অনন্য মাত্রা লাভ করেছে।

সূত্রনির্দেশ :

(১) ঘোষ, অজিতকুমার: 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা', করুণা প্রকাশনী, ২০০২, পৃ: ১

(২) রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম—এই নয়টি সাহিত্য রস হলো যথাক্রমে— শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। (দ্রষ্টব্য : গুপ্ত, অতুল : 'কাব্যজিজ্ঞাসা', বিশ্বভারতি, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩, পৃ : ৩৬)

(৩) দত্ত, চন্দ্রাবলী : 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য শুভ্র হাস্যজ্যোতি' (প্রবন্ধ), 'সাহিত্য-প্রবন্ধ : প্রবন্ধসাহিত্য' (প্রবন্ধ সংকলন), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, মাঘ ১৪১১, সম্পা. হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণগোপাল রায়, পৃ : ৭৭০

(৪) মিশ্র, অশোককুমার : 'প্রবন্ধ সাহিত্যের সেকাল ও একাল', সাহিত্য সঙ্গী, ২০০৯, পৃ : ৭৩

(৫) ঘোষ, অজিতকুমার: 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা', প্রাগুক্ত, পৃ : ৩৬

(৬) রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— "নির্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন।" (চট্টোপাধ্যায়, হীরেন ও রায়, কৃষ্ণগোপাল সম্পাদিত 'সাহিত্য-প্রবন্ধ : প্রবন্ধসাহিত্য' (প্রবন্ধ সংকলন) থেকে উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ : ৭৭১)

(৭) দাস, অমিতাভ : 'বাংলা সাহিত্য ও রঙ্গরস' (প্রবন্ধ), 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন' (প্রবন্ধ সংকলন), রত্নবলী, ২০০৬, সম্পা. সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার, পৃ : ২৫৩৯

(৮) ঘোষ, অজিতকুমার: 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা', প্রাগুক্ত, পৃ : ২০

(৯) তদেব, পৃ : ২৮৬

(১০) সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড), আনন্দ, ২০০৫, পৃ : ২০৭

(১১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : 'রবীন্দ্র নাটক সমগ্র' (প্রথম খণ্ড), কামিনী প্রকাশালয়, ২০০৩, পৃ : ৪৫৬

(১২) রায়, নীহাররঞ্জন : 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি:, অগ্রাহায়ন ১৪১০, পৃ : ২৯৮

(১৩) বসু, সরোজকুমার : "রবীন্দ্র-সাহিত্যের হাস্যরস", হিন্দুস্থান বুক ডিপো লিঃ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ : ৬৪
(১৪) ঘোষ, অজিতকুমার: 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা', প্রাগুক্ত, পৃ : ৩৪-৩৫
(১৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : 'রবীন্দ্র নাটক সমগ্র' (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ : ৪৫৭
(১৬) তদেব, পৃ : ৪৫৮
(১৭) তদেব, পৃ : ৪৫৮
(১৮) তদেব, পৃ : ৪৫৯
(১৯) তদেব, পৃ : ৪৬০
(২০) তদেব, পৃ : ৪৬০
(২১) তদেব, পৃ : ৪৬১
(২২) তদেব, পৃ : ৪৬৩
(২৩) তদেব, পৃ : ৪৭০
(২৪) তদেব, পৃ : ৪৭২
(২৫) তদেব, পৃ : ৪৮২
(২৬) তদেব, পৃ : ৪৮৪
(২৭) তদেব, পৃ : ৪৮৪
(২৮) ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ : 'রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, আষাঢ় ১৪০৫, পৃ : ৩৯৯-৪০০
(২৯) তদেব, পৃ : ৪০০
(৩০) ঘোষ, অজিতকুমার: 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা', প্রাগুক্ত, পৃ : ২৮৮

.....